জাতিসংঘ দিবসে মহাসচিব কফি আনানের বাণী

২৪ অক্টোবর ২০০৫

আজকে আমরা যখন আমাদের জাতিসংঘের ৬০ বছর উদযাপন করছি, তখন আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের প্রতিষ্ঠাতাদের সময়ের চেয়ে আজকের বিশ্ব অনেক ভিন্ন।

জাতিসংঘের এই নতুন যুগের প্রতিফলন ঘটাতে হবে এবং তাদের পরিত্রানের মতো সামর্থ্য এ বিশ্বের থাকা সত্ত্বেও সেই লাখ লাখ লোক ক্ষুধা, রোগব্যাধি ও পরিবেশের অবনতির মুখে অসহায় অবস্থায় পড়ে আছে বলে যে কথা আমরা জানি, সবার আগে তা সহ সকল চ্যালেঞ্জের প্রতি তাকে সাড়া দিতে হবে।

গত মাসে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এসব চ্যালেঞ্জের প্রতি একটা অভিন্ন সাড়া দেয়ার প্রচেষ্টা গ্রহনের উদ্দেশ্যে নিউ ইয়র্কে মিলিত হন।

ধনী-দরিদ্র সব দেশের নেতৃবৃন্দই বিশদ নীতি পরিগ্রহ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন, এবং এসব নীতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে আগামী ১০ বছরে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য অর্ধেক কমে যাবে।

তারা মানবাধিকারের অগ্রগতি এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের নতুন সংস্থা গড়ে তুলবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তারা সকল ধরনের সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার, এবং গনহত্যা এবং অন্যান্য ঘৃন্য অপরাধ থেকে জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সম্মিলিত ব্যবস্থা গ্রহনের অঙ্গীকার করেছেন।

তারা জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন ও নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কার প্রশ্নে তাদের পক্ষে কেবল একটি দুর্বল বিবৃতি দেয়া সম্ভব হয়েছে। আর পারমানবিক বিস্তার ও নিরস্ত্রিকরণের বিষয়ে তারা একমতই হতে পারেননি।

তারা আমাদের করার জন্য অনেক কাজ রেখে গেছেন। আজকে আমরা যখন অমাদের এই অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠানের ৬০ তম বার্ষিকী পালন করছি, তখন আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি যে, আমার করনীয় কাজ আমি করবো। আর আমি বিশ্বাস করি যে, বিশ্বের নাগরিক হিসেবে, আপনারাও আপনাদের কাজ করবেন।

* ** *